REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১।০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মহাবল হালুয়া

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ওজঃক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা বৈশাখ বুধবার ১৩৩৬ ইংরাজী 17th April 1929. | ৪৩শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩৫ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২।।০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫।।০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

মূল্য আট আনা মাত্র

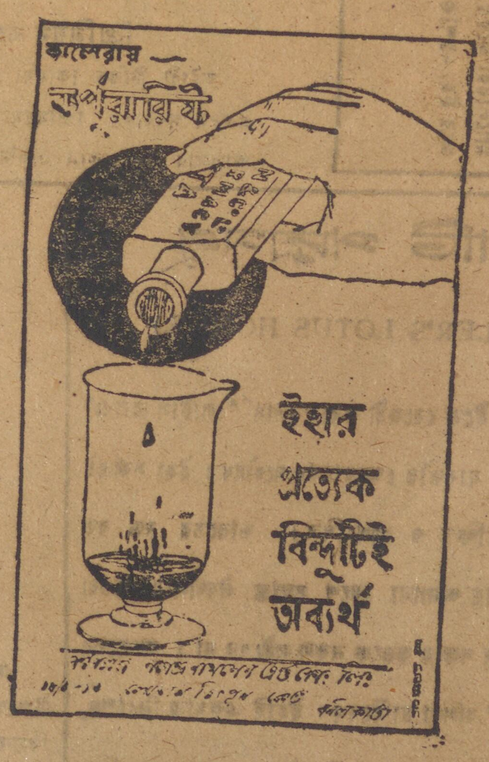

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারস্থা রাখা উচিত

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৩।১।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সূতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কর্ম্মকার।

ফরিদপুর, (মুর্শিদাবাদ)।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। ৩।৪ দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা যকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

প্রিমিয়ম বণ্ড

সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি! দেখুন।

আমাদের দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্তু মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ড বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার ড্রইং (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[৩]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষেও অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজ, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশের এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[৪]

ment for the savings of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত থাকিয়া

[৫]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান বিক্রয় বেচা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেণ্ট বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা লেনাদেনার গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[৬]

কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিয়া মাত্র রেজিষ্টারী ইনসিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইংএ (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[৭]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইংএর (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বরাবর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে এসব জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ইচ্ছা করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইংএ উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইংএর পর আপনার বণ্ডবিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তৎক্ষণাৎ তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। বণ্ডের ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড

[৮]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ তিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই বণ্ড দেখাইয়া মাত্র টাকা।

এতসঙ্গে সর্ব্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতসঙ্গে দেওয়া হইল, সাধ্যমত ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা

ম্যানেজার

প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি

১৩২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)

কলিকাতা।

খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,

১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

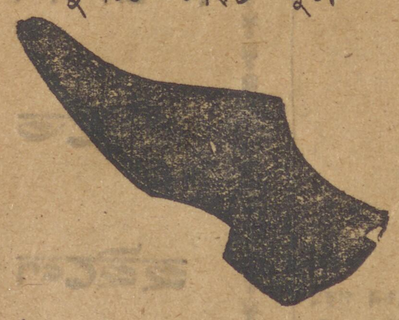

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং

মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—

১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—

ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

[ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ

বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে - -

নূতন অলঙ্কার আপনার - - -

প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি

সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন	টেলিগ্রাম
কলিকাতা—২৫৯৭	GHOSHONS'—Cal.

সর্ব্ববিধ জ্বরে ও ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ প্রতিকারক

ফে—ব্রি—না

অনেক আশাহীন, চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী ফেব্রিনা সেবনে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আপনার গৃহে "ম্যালেরিয়া" রোগী থাকিলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে এই মহৌষধটী সেবন করান। অন্য ঔষধ খাওয়াইবার আর প্রয়োজন হইবে না। আরোগ্য অব্যর্থ

প্রতি বড় বোতল—এক টাকা চারি আনা।
„ ছোট বোতল—চোদ্দ আনা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স,
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা,
৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চাঁদ মার্কা পাচন

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

সোল এজেণ্টস্ —
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

অনন্তমূল কাঁচা হিংগুল তৈল REGD. No. 1320

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইণ্ট—৸৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "শ্রী ষ্টার" মার্ক সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ✚ ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
NATURE'S OWN HAIR GROWER

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

স্বর্ণ সুযোগ।
MEMORY TABLET
বা
স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কোটার মূল্য মাশুল সমেত ১৷০ পাঁচ সিকা।

এজেণ্ট্স্ ঃ—
এন্, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা বৈশাখ বুধবার ১৩৩৬ সাল।

দেশের দশা।

—:০:—

পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। কথাটি যে অতি সত্য তাহা পরাধীন ভারতবাসী নিত্য জীবনে নানা দিক দিয়া প্রত্যহ অনুভব করিতেছে। পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকিতে পারে কিন্তু পেট-নীতি আছে। পরাধীন জাতিরও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে—তাহারাও পেটে খাইয়া পরিধানের বস্ত্র পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়—চলিতে চায়। জগতের নীতি-শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় অত্যন্ত বস্তু-তান্ত্রিক অতি কঠোর পেটের নীতি হইতেই অন্যান্য যত সব উচ্চাঙ্গের নীতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আগে খাইবার পরিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার নীতি জানিতে চাহিবে—তারপর সে অন্য নীতির কথা কহিবে। এই মূল নীতিটাকে নিজ নিজ সুবিধামত প্রাধান্য দিবার জন্যই শক্তিশালী জাতিরা ইচ্ছামত আরও বহু প্রকার নীতি সৃষ্টি করিয়া ঐ নীতি-টারই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে। তাই রাজ-নীতি ক্ষেত্রে ভারত নিজ স্থান যতই কিছুমাত্র পাইতেছে না পেটের জ্বালায় সে ততই আরো অস্থির ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অভাবজনিত দুর্ভোগের মধ্য দিয়া কিভাবে কি নীতি ফুটিয়া উঠিবে কে জানে?

আমাদের দেশে খাইবার পরিবার অভাব কোন দিন ছিল না। এখনও দেশের উৎপন্ন শস্য সম্পদ যাহা দেখা যায়, তাহাতে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোক যে না খাইয়া মরি-তেছে—অসহনীয় দারিদ্র্যের জ্বালায় মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, দারিদ্র্যজনিত ব্যাধিপীড়ায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—এমন হইবার কথা নয়। দেশের এমন শস্য সম্পদ থাকিতে তবে দেশ-বাসীর ভাগ্যে তাহা জোটে না কেন—কারণ শুনি Exploitation. শোষণ—বাহির হইতে এমনভাবে শোষণ চলিতেছে যে ভারতীয়ের এই শস্য সম্পদ সেই শোষণ যন্ত্রের মধ্যে গিয়া এমনভাবে পড়িবে যে তাহাতে তাহাদের আর কোন হাত বা আশা থাকিবে না। এই ব্যাপার ভারতে বরাবর চলিতেছে—তাহার ফল ভারতীয়ের নানা দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া নিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে।

ভারতীয়ের ব্যবসা বাণিজ্য সব পরহস্ত-গত। নানা বিদেশী পণ্যের ভারতে একচেটিয়া রাজত্ব। পরদেশীয় দ্রব্যাদির এমন প্রাবল্য জগতে আর কোন দেশে বোধ হয় নাই। ভারতীয়ের শিল্প বাণিজ্য পূর্ব্বে যাহা ছিল—দেশের অভাব তাহাতে যথেষ্ট মিটিত, আজ দেশের সে সমস্ত শিল্প বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত কোথাও প্রায় লুপ্তভাবে রহিয়াছে। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিম্বা আমলাতন্ত্র সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বে তাহাদের এই দুর্দ্দশা। দেশের বয়ন শিল্প প্রভৃতি এই ভাবে গিয়াছে। বিদেশী বণিকদের হাতে অর্থ—তাহারা এই দেশের কাঁচা মাল সব সস্তাদরে ইচ্ছামত কিনিয়া তাহা হইতে নানা দ্রব্য জাত করিয়া পরিপাটি শিল্প হিসাবে জগ-তের বাজারে চালাইতেছে—ভারতের বাজা-রেই আবার তাহার প্রচলন সব চেয়ে বেশী। শস্যের ও পণ্যের ফলন করিবে ভারতবাসী কিন্তু তাহার ফলভোগী হইবে বিদেশী বণিক-কুল—এ ব্যবস্থা বরাবরই চলিবে—ইহার প্রতিকারের উপায় কিছুতেই হইবে না।

ভারতের কয়লা আসিবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অথচ বাংলায় অজস্র কয়লার খনি। সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে কয়লা এখানে আসিয়া যে দরে বিক্রীত হইবে বাংলার কয়লা বোম্বাইতে গিয়া বিক্রী হইতে তার চেয়ে বেশী দাম পড়িবে। দেশী জিনিস দেশের অভাব মিটাইবার জন্য চালান দেওয়ার এমনি সুব্যবস্থা! এইভাবে অনেক দেশীয় জিনিসের ব্যবসায় মাটি হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উপায় কি! ট্যাক্স, রেল ভাড়া ইত্যাদির মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় জিনিসে এমন চমৎকার অসামঞ্জস্য এ যুগে চলিতে পারে কি? কিন্তু তাহাও এদেশে সচল!

অন্যান্য দেশের লোক এদেশে আসিয়া নবাবের মত বাস করিবে। অর্থ সম্পদ অর্জ্জন করিবে, যেমন ইচ্ছা বুক ফুলাইয়া চলিবে—অথচ এদেশবাসী অপর কোন দেশে গিয়া সামান্য নাগরিকের অধিকারও পাইবে না। ইহা লইয়া এদেশবাসীকে বার বার পরম লজ্জাকর আবেদন নিবেদন করিতে হইবে—ও বার বার কুকুর বিড়ালের মত প্রত্যাখ্যাত হইবে।

যে দেশবাসী ভারতবাসীদের মানুষের অধিকার দিতে একেবারে গররাজী, ভারত-বাসীকে যাহারা ঘৃণা করে, সেই দেশবাসীর অজস্র কোটি কোটি টাকার পণ্য ভারতের বাজারে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যাইবে—ভারতবাসী তাই হাসিমুখে কিনিবে--বিলাস ও আনন্দের দ্রব্য করিবে। তাহাদের পণ্যের বাজার এখানে তাহারা জোর চালাইবে—দেশবাসী বা দেশের বিধি বিধান তাহাদের বাধা দিবে না। এমনি চমৎকার বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ!

চোখের উপর এই সব দেখিয়া শুনিয়াও দেশবাসী চুপ করিয়া থাকে। জাতির ক্লৈব্য ও মোহ ইহাদের জড়তা ভাঙ্গিয়া এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস দেয় না। তাই অন্যায় দেশবাসীর ঘাড়ে ক্রমশঃ আরো জাঁকিয়া বসিতেছে। ভারতীয়ের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত, অথচ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পরের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি নিজ দেশে বিস্তার করিবার জন্য তাহাকেই অর্থ ঢালিয়া দিতে হইবে। অভাবের তাড়নায় পরদেশী বাণিজ্যের প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেশীয় কাগজে ঘোষণা করিতে হইবে। কৌন্সিলে আবার ইহাই লইয়া দেশীয় কৌন্সিলরদের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা জ্ঞানের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয়েরা অর্থ সামর্থ্য প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিবে অথচ ভারতীয়দের সম্মান—সম্মান দূরের কথা আশু প্রাণঘাতী নীতি যাহা সাম্রাজিক বিধান অনুসারে অবলম্বিত হইতেছে তাহার এতটুকু ব্যত্যয় কোন প্রকারে হইবার নহে।

বিলাত ফেরতা।

—০—

বিলাত থেকে আসছি আমি
জাত গিয়াছে আমার আজ,
সমাজে মোর নাহি আদর
করেছি কি পাপের কাজ?

ধোপা নাপিত বন্ধ আমার
বন্ধ আমার নিমন্ত্রণ,
জলটুকু যে খায়না সমাজ
করলে আমি পরশন।

টিকিধারী জটাধারী
ছদ্মবেশী ভণ্ডদল
বল্‌ছে মোরে "ভোগ এখন
বিলাত যাত্রা পাপের ফল।"

বর্ম্মা, জাপান, চীন দেশেতেও
গিয়েছিনু আর ক'বার,
তাতে কিন্তু কোন কথা
শুন্‌তে পাইনি জাত যাবার।

তখনও খেয়েছি সুখে
খানসামাদের তৈরী খানা
কুকুট আছে পেটে কত
সকল আছে আমার জানা।

কিন্তু তবু জাতটা যে ভাই
যায়নি আমার তখন মারা
বিলাতেরী হাওয়া লেগেই
আজকে হ'ল এমন ধারা।

বিলাত গেলে ম্লেচ্ছ বলে
ঘৃণা কর কোন্ কারণে
তোমরা হেথা আছ কোথায়
কাহার পুণ্য তপোবনে?

ইংরেজেরী তৈরী টাকায়
অন্ন জুটে তোমার পেটে
ইংরেজেরী গোলামখানায়
দিবানিশি মরছো খেটে।

আজ আমারে তুচ্ছ ক'রে
দূর ক'রে দাও সমাজ হতে
কিন্তু মোরে করবে পূজা
পারি যদি চাকরী দিতে।

বিলাতের ঐ ম্লেচ্ছ হাতের
ফুড্‌গুলি সব লাগে ভালো,
তাহা খেয়ে নিজে মানুষ
তাই খাওয়াইয়ে শিশু পালো।

ইংরেজেরী তৈরী ওষুধ
সেবন ক'রে আছ বেঁচে
গন্ধ-পুষ্পে শোধন করে
পার কি হে খেতে বেছে ?

গঙ্গাজলে স্নান করিলে
বিনষ্ট হয় লক্ষ পাপ,
বিলাতযাত্রীর পাপের কি আর
নাই প্রতিকার, নাইকি মাপ ?

বিলাতের সব তৈরী জিনিস
পবিত্র ও পুণ্যময়,
বিলাত গেলেই জাতি গেল
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ক্ষয়।

ভিত্তিহীন সব কুসংস্কার
ত্যাগ করহে ভণ্ডগণ,
"জাতি"র তোমার হয়নি পাখা
কর্‌বে উড়ে পলায়ন।

অপূর্ব্ব মিলন।

(বড় গল্প)

শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি, এ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তরুণী মাথা নত করে নিরুত্তর রহিল, আমি আরও আশ্চর্য্য হলাম তার বন্যবালিকার ন্যায় পরিচ্ছদ দেখে আর তার বাঙ্গালীর ন্যায় কথাবার্ত্তা শুনে, অত্যন্ত কৌতুহল হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কি বাঙ্গালী ? চুপ করে রহিলে যে, শীঘ্র বল।

হাঁ, আমি বাঙ্গালী।

এঁ্যা ! তুমি বাঙ্গালী, সত্যি, তবে তোমার এ বেশ কেন ? সত্য করে বল কেন তোমার এ বেশ ? আমিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালী অপরিচিত হ'লেও সুদূর প্রবাসে তারা নিজ আত্মপরিচয় গোপন করে রাখতে পারে না। নিঃশঙ্কোচে বল তোমার বাড়ী কোথায় ? কি করে তুমি এখানে এলে ?

আপনি ভিজে গায়ে আছেন, বাড়ী যান এখন, অপর একদিন সমস্ত বলব, ব্যস্ত হবেন না।

আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, শীঘ্র বল, আমার অনুরোধ তোমার বাড়ী কোথায় ?

রতনপুরে।

রতনপুরে ? তবে তোমার পিতার নাম কি ?

৺মোহিনী মোহন মিত্র। রতনপুর আপনি জানেন নাকি ?

হাঁ আমি বেশ জানি, সেইখানে আমার মামাবাড়ী। আচ্ছা তাহলে তুমি কি করে এখানে এলে ?

তরুণী "অদৃষ্ট" বলে চুপ করে রহিল।

আমি আবার বললাম—তোমার মনোকষ্টের কারণ কি ? কি হয়েছে বল ? যদি আমার দ্বারা তোমার কিছু উপকার হয় তা আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব।

যদি নিতান্তই শুনবেন, তবে শুনুন—আমার যখন বয়স দশ বছর তখন বাবা, মা আর আমি এই রাঁচিতে হাওয়া বদলাতে আসি। তারপর বাবা আর মায়ের হঠাৎ কলেরাতে মৃত্যু হয়, আমি তখন একাকিনী, কোথায় যাব, কি করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলাম না। সেই সময়ে ঝনটু বলে এক চাকর আমাদের বাড়ীতে কাজ করত, সে আমাকে তার বাড়ীতে এনে নিজের কন্যার মতন রেখেছে সেই হতে এই হতভাগিনী এদের ঘরে পালিতা। ঝনটুর কি যে রোক তা জানিনা, কখনও আমাকে বাঙ্গালীর মতন থাকতে দেয়না, আজ এই ৭ বছর সে আমাকে কোন বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশতে দেয়না। আপনি আর দেরী করবেন না, শীঘ্র চলে যান, এখানে থাকলে আপনার ও আমার বড়ই বিপদ হবে। এরা বড় হিংসুক জাত, যখন তখন এরা হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়না, যান চলে যান, দেরী করবেন না।

বিপদ ! বিপদকে আমি গ্রাহ্য করিনা, এখানে যদি দাঁড়িয়ে থাকি তবে তারা কি করতে পারে ?

দেখুন ! আপনি কখনও এখানে আসেন না, তাই এ কথা বলছেন। আপনি যদি ইহাদিগকে ভাল করে জানতেন তাহলে কখনও এভাবে বলতেন না, বিশেষতঃ আপনি একলা, নিরস্ত্র, আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি, আপনি চলে যান, এখনি ঝনটু এখানে মহিষ নিয়ে আসবে তাকে জলখাবার দেবার জন্য প্রতিদিন আসতে হয়।

আচ্ছা তোমার নাম কি ?

তুলালী, এরা আমাকে 'তুলিয়া' বলে ডাকে। ঐ মহিষের গলার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে, যান শিগ্‌গরি চলে যান। এই পাহাড়ের ডান দিকে যে সরু দাগ দেখতে পাচ্ছেন সেই দাগ ধরে কিছুদূর গেলেই বড় রাস্তা পাবেন।

আমি সেই রাস্তা ধরে বাড়ী এসে সারাদিন এই তুলালীর কথা ভাবতে লাগলাম। কেন জানিনা তার প্রতি এত আকৃষ্ট হলাম। এখন আমার চিন্তা হচ্ছে কি করে তুলালীকে এই রাক্ষসদের হাত হতে রক্ষা করি। বাস্তবিক তুলালীর কথায় আমার মনে ভয় হচ্ছে পাছে তুলালীর কোন বিপদ হয়, কিন্তু উপায় নাই। যেমন করে হোক উদ্ধার করতেই হবে। যাই হোক তুহীনকে চিঠি লিখি, সে কি বলে, এই রকম নানাপ্রকার ভেবে তুহীনকে সমস্ত কথা খুলে লিখলাম, কিন্তু মন বড়ই অস্থির হতে লাগল—তুলালীকে দেখবার জন্য।

আজ ৪ দিন অতিকষ্টে মনকে দমন করে রেখেছিলাম—তুহীনের প্রত্যুত্তরের আশায়। তুহীন শীঘ্র আসছে, আমার কার্য্যে তার আনন্দ হয়েছে, উৎসাহও দিতেছে। যাই হোক তুলালীর সঙ্গে একবার দেখা করব।

(৬)

আমি ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা দিয়ে উপরে উঠছি—দেখি তুলি এক গাছের তলায় বসে আছে, তার কাছে এসে ডাকলাম—"তুলু" !

কে ? আপনি ! এমন সময় হঠাৎ যে ? কথায় মনে হ'ল তুলালী যেন অল্পক্ষণ আগে কাঁদছিল।

কেন হঠাৎ কি আসতে নেই ?

আমি ত সেকথা বলিনা, আমি বলছি আপনার এই ঠিক দুপুর বেলা অসময়ে এখানে আসার কথা, দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনার নাওয়া খাওয়া হয়নি, আর যেন ব্যস্ত।

সত্যই ব্যস্ত তুলু, সত্যই ব্যস্ত।

আপনার ব্যস্ত হবার কারণ ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনা। তুমি দেখছনা বটে কিন্তু আমি দেখছি।

ক্রমশঃ

ব্যানার্জ্জী আর্ট গ্যালারী।

প্রিয়জনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই একখানা ফটো তুলিয়া লউন, বিলম্বে আপশোষ করিতে হইবে। আমরা অতিশয় যত্নসহকারে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে গিয়া ফটো তুলিয়া আসি। মূল্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম। স্কুলের ছেলে, শিক্ষক ও সাধারণ সভা সমিতির ফটো সুবিধায় তুলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সকল রকম ছবি বাঁধাই ও সকল রকম অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা হয়। নিম্নঠিকানায় আসিলে বা পত্র লিখিলে সমস্ত দর জানিতে পারিবেন।

বিনীত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটোগ্রাফার (গোল্ড-মেডেলিষ্ট)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ষ্টেশনের সময়।

পশ্চিমাভিমুখে।

	৫৫ নং হাওড়া সাহেবগঞ্জ প্যাঃ		৫৩ নং হাওড়া ভাগলপুর প্যাঃ।	
	ঘ	মি	ঘ	মি
হাওড়া	৬	৩০	১৯	১২
ব্যাণ্ডেল	৮	২৫	২০	৩১
কাটোয়া	১১	৫০	২৩	৫৬
খাগড়াঘাট	১৩	৩৩	১	২৭
আজিমগঞ্জ	১৪	১০	১	১
মনিগ্রাম	১৪	৪৬	২	৩৬
গনকর	১৪	৫৯	২	৪৯
জঙ্গিপুর রোড	১৫	১৩	৩	০
নিমতিতা	১৫	৪৩	৩	২৮
ধুলিয়ান	১৬	৯	৩	৫১
বারহারোয়া	১৬	৫৬	৪	৩২

কলিকাতাভিমুখে।

	৫৬ নং সাহেবগঞ্জ হাওড়া প্যাঃ।		৫৪ নং ভাগলপুর হাওড়া প্যাঃ।	
	ঘ	মি	ঘ	মি
সাহেবগঞ্জ	৩	২০	১৭	৩৯
বারহারোয়া	৫	১৫	১৯	২০
ধুলিয়ান	৬	৬	২০	১১
নিমতিতা	৬	১৯	২০	২৪
জঙ্গিপুর রোড	৬	৫১	২০	৫৫
গনকর	৭	৩	২১	৫
মনিগ্রাম	৭	১৮	২১	১৮
আজিমগঞ্জ	৮	৭	২২	৫
খাগড়াঘাট	৮	৩২	২২	৩৭
কাটোয়া	১০	২৫		৫১
ব্যাণ্ডেল	১৩	৫৯	৪	৫০
হাওড়া	১৫	৪৫	৬	২৮

রেল ওমনিবাস সার্ভিস।

খাগড়াঘাট অভিমুখে।

	প্রথম বার		দ্বিতীয় বার	
	ঘ	মি	ঘ	মি
বারহারোয়া	০	১৫	১২	২০
ধুলিয়ান	১	৫	১৩	১৩
নিমতিতা	১	২৪	১৩	৩২
জঙ্গিপুর রোড	২	৪	১৪	১০
গনকর	২	১৭	১৪	২৪
মনিগ্রাম	২	৪০	১৪	৫০
আজিমগঞ্জসিটি	৩	২৪	১৫	৩৩
আজিমগঞ্জ জং	৩	৪৯	১৫	৩৯
খাগড়াঘাট	৪	১৩	১৬	২

বারহারোয়া অভিমুখে।

	প্রথম বার		দ্বিতীয় বার	
	ঘ	মি	ঘ	মি
খাগড়াঘাট	৭	২০	১৭	১৬
আজিমগঞ্জ জং	৭	৫৬	১৭	৪০
আজিমগঞ্জসিটি	৮	২	১৭	৪৬
মনিগ্রাম	৮	৪৩	১৮	২৯
গনকর	৮	৫৮	১৮	৫৫
জঙ্গিপুর রোড	৯	১০	১৮	৫৯
নিমতিতা	৯	৪৭	১৯	৩৭
ধুলিয়ান	১০	৫	২০	৬
বারহারোয়া	১০	৫০	২০	৫৩

বাঙ্গলা ভাষায় এই ধরণের পাক্ষিক পত্রিকা এই সর্ব্বপ্রথম

"স্বায়ত্ত শাসন"

জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি লোকাল ও ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ, সর্ব্বসাধারণের অভাব অভিযোগ, ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টের মোকদ্দমার বিবরণ, সরকারী ইস্তাহার ও হুকুমনামা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া—

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা	আগামী বৈশাখে (সন ১৩৩৬ সাল) বাহির হইতেছে।	গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেক এলাকা হইতে সংবাদদাতা ও এজেন্টের আবশ্যক। জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বাঙ্গলা দেশের লাইব্রেরীগুলিকে অর্দ্ধমূল্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

EXPERT ADVERTISING AGENCY
46/1, Durga Charan Mitra Street,
Sole Agents for Advertisement.

প্রকাশক—
চন্দ্র এণ্ড কোং
২৩।এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

—সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও বে[illegible] হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংস-পেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যা-পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ

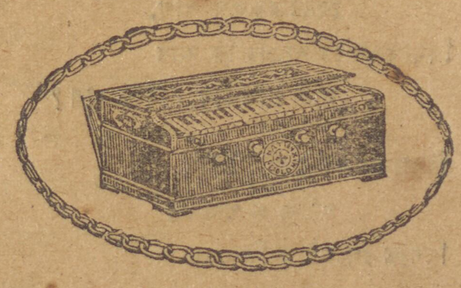

খোস প্যাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৷৵০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

'সত্যের জয়'

"মোহিনী"

বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সমন্বয়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্যান্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কলঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব। নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—
মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং
হেড আফিস :—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফ্যাক্টরী :—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া, (সি পি,)

বিনা মূল্যে! বিনা মূল্যে!! বিনা মূল্যে!!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।০ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৶০ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাস্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ।৶০ আনা ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৶০ আনা।

বৃদ্ধ কেন?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৶০ টাকা। ছোট শিশি ॥৶০ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৶০ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।
১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।
তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডোমিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্‌কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।
খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

শতপুটের

লৌহ ও অভ্রভস্ম

/।০ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৶০ পোয়া ৫০ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥০ আনা, বাণ ১০০ বটী ৫০ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক /।০ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৫০ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥০ টাকা, চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানাঃ—
কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ
গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।

গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।
গাঁজার দোকানের পাশে।

বসাকের "তেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

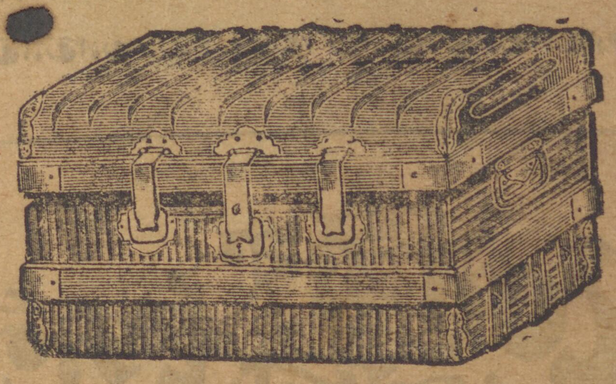

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং রাজুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—
"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩,
বড়বাজার।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫, /১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩] [টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫.০, ৬৷৵০, ৮৸৶০, ১০৸৶০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিষ্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিষ্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটীকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয়; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্ব্য

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দুরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কণ্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
ইর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে
মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাবঙ্কল, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ৷৶৹ "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১।৹
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে ।৶৹
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ৷৹

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা
৶৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত